গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০৮.০৩২.০২.২০- ৩৩ - বিশেষ তারিখ: ২৩/০৮/২০২৩খ্রি.

পরিপত্র

বিষয়: মাধ্যমিক স্তরের সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডেঙ্গু রোগ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রতিকার ও প্রতিরোধ বিষয়ে প্রকল্পভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জানানো যাচ্ছে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডেঙ্গু রোগ নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ বিষয়ে একটি প্রকল্পভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২। কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদি সংযুক্ত নির্দেশিকায় বর্ণিত রয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩০ আগষ্ট ২০২৩ তারিখের মধ্যে ২টি সভা আয়োজন করতে হবে। ১ম সভাটি অঞ্চলের পরিচালকগণ নিজ নিজ অঞ্চলের উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক), জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, একাডেমিক সুপারভাইজারদের সমন্বয়ে আয়োজন করবেন। উক্ত সভায় এই কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করবেন এবং নির্দেশিকার করণীয় বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

৩। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ উপজেলা/থানার প্রধান শিক্ষকদের সমন্বয়ে ২য় সভার আয়োজন করবেন এবং সেই সভায় উল্লিখিত কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করবেন এবং কার্যক্রমের করণীয় বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

৪। কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিচালক, আঞ্চলিক উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক), জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব অবস্থান থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং তদারকি করবেন।

প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: প্রকল্প নির্দেশিকা।

২৩/০৮/২০২৩

(প্রফেসর সৈয়দ মইনুল হাসান)
উপ-পরিচালক (বিশেষ শিক্ষা)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

বিতরণ : প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):
১. পরিচালক (সকল অঞ্চল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা।
২. উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক), সকল অঞ্চল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা।
৩. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল)।
৪. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল)।
৫. প্রতিষ্ঠান প্রধান (মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সকল)।

অনুলিপি : সদয় অবগতির জন্য:
১. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা।
(পত্রটি মাউশি'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩. পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন/মাধ্যমিক/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ/অর্থ ও ক্রয়/মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন উইং) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪. উপ-পরিচালক (সা: প্র:), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা।
৫. সংরক্ষণ নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

বিশেষ শিক্ষা শাখা

ডেঙ্গু রোগ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রতিকার ও প্রতিরোধ বিষয়ে প্রকল্পভিত্তিক শিখন কার্যক্রম

প্রকল্প নির্দেশিকা

ক্রম	বিষয়	কার্যক্রমের বিবরণ
১.	উদ্দেশ্য	এই কার্যক্রমের মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থী মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। পাশাপাশি তারা এই রোগ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং এর প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা যেমন- যোগাযোগ, সূক্ষচিন্তন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান ও সৃজনশীল দক্ষতা ইত্যাদি অর্জন করবে। ফলে শিক্ষার্থীরা ডেঙ্গু রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম বিষয়ে সচেতন হওয়ার অনুশীলনের মাধ্যমে ডেঙ্গু রোগের বিস্তার রোধে বিশেষভাবে ভূমিকা পালনের দক্ষতা অর্জন করবে।
২.	শ্রেণি সীমা	৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে।
৩.	সময়সীমা	কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়সীমা ৩১ আগষ্ট - ৩১ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত।
৪.	সতর্কতা	বর্তমান ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি ও সতর্কতা অবলম্বন করে শিক্ষার্থীরা এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।
৫.	শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভূমিকা	ক. ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় শিক্ষক এবং ৮ম-১০ম শ্রেণিতে বিজ্ঞানের বিষয় শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব পালন করবেন। বিষয় শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের দল গঠন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য উপস্থাপন বিষয়গুলি তত্ত্বাবধান করবেন। খ. সকল শিক্ষক এ কার্যক্রমে সহযোগিতা করবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম এবং মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করবেন। গ. এ বিষয়টি সমন্বয় করবেন প্রধান শিক্ষক। এছাড়া পুরো কার্যক্রম সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করবেন প্রধান শিক্ষক।
৬.	দলগঠন	প্রতি শ্রেণির ১০ জন শিক্ষার্থীকে এক একটি দলে অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল গঠন করতে হবে। প্রতি দলের জন্য একজন দলনেতা নির্বাচন করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রত্যেক ধাপে দলনেতা পরিবর্তন হবে, ফলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী দলনেতা হবার সুযোগ পাবে, আবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথেই শিক্ষকের যোগাযোগের সুযোগ হবে।
৭.	কাজের পদ্ধতি	ক. শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উপায়ে ডেঙ্গু সম্পর্কে তাদের ধারণা উপস্থাপন করবে, যেমন: একক কাজ, দলগত কাজ, প্রদর্শন, ভূমিকাভিনয়, মুক্ত আলোচনা। খ. শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে দলগতভাবে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তাদের সংগৃহীত তথ্য উপস্থাপন করবে।
৮.	প্রকল্প ডায়েরি	প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ধারাবাহিকভাবে একটি খাতায় প্রকল্প ডায়েরি হিসেবে লিপিবদ্ধ করবে।
৯.	তথ্য সংগ্রহ	শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক (যেমন: স্বাস্থ্য সুরক্ষা, বিজ্ঞান) সহ বিভিন্ন উৎস (যেমন: ইন্টারনেট, লাইব্রেরি, পত্র-পত্রিকা, বইপত্র ইত্যাদি) থেকে ডেঙ্গু রোগ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। যে সকল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে: ক. মশা ও মশাবাহিত বিভিন্ন রোগ, খ. এডিস মশা ও ডেঙ্গু রোগ, গ. ডেঙ্গু রোগের কারণ ও লক্ষণ, ঘ. ডেঙ্গু রোগের বিস্তার কীভাবে ঘটে, ঙ. ডেঙ্গু রোগ নিরাময় ও প্রতিকার, চ. ডেঙ্গু রোগীর খাবারের চার্ট, ছ. ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে করণীয় ইত্যাদি।

১০.	ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়	শিক্ষার্থীরা ডেঙ্গু প্রতিরোধে নিম্নলিখিত করণীয় সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে। এসব তথ্য তারা পরিবারের সদস্য ও অন্যদেরও জানাবে। তারা এ সকল করণীয়, প্রযোজ্য ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে, অন্যদেরও অনুশীলনের জন্য অনুরোধ করবে এবং উৎসাহিত করবে। ● ঘর/বাড়ির আশেপাশে কোনো জায়গায় জমা থাকা পানি ৩ দিন পর পর ফেলে দিতে হবে এবং ৩দিন পর্যন্ত যেন কোথাও পানি জমতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। ● ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, কমোড, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/ নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, পানির মটকা, ব্যাটারির সেল, পলিথিন/চিপসের প্যাকেট ইত্যাদিতে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। এসব জিনিস বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ● কোনো পাত্রের জমা পানি ফেলে দেয়ার পর পাত্রের গায়ে লেগে থাকা এডিস মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। ● প্রয়োজনীয় ও পরিত্যক্ত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে। ● বর্ষাকালে ছাদ বাগানের কোন টবে যেন পানি জমতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। ● নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের গর্তে পানি জমে মশার বংশবিস্তার করে। লিফট স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত এই গর্ত বালি দিয়ে ভরাট করে রাখতে হবে। ● নির্মাণাধীন ভবনের নতুন মেঝে কিউরিং এ ব্যবহৃত পানিতে কেরোসিন ছড়িয়ে দিলে বা নোভালিউরোন ট্যাবলেট ছিটিয়ে দিলে মশা বংশবিস্তার করতে পারে না। ● ওয়াসার পানির মিটারে জমে থাকা পানিতে মশা ডিম পেড়ে বংশবিস্তার করে, পানির মিটারে মাসে একবার নোভালিউরোন ট্যাবলেট প্রয়োগ করতে হবে। ● নোভালিউরোন ট্যাবলেটের জন্য সংশ্লিষ্ট মশক কর্মীর সাথে যোগাযোগ করলে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে। ● দিনে বা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে, শিশুদের ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টাঙ্গিয়ে দিবেন। ● এডিস মশা শরীরের খোলা জায়গায় কামড়ায়, তাই যতদূর সম্ভব শরীর ঢাকা থাকে এমন পোশাক পরিধান করতে হবে। ● প্রয়োজনে শরীরের অনাবৃত স্থানে মশা নিরোধক ক্রিম/লোশন ব্যবহার করতে হবে (মুখমন্ডল ব্যতীত)। ● সম্ভব হলে জানালা এবং দরজায় মশা প্রতিরোধক নেট লাগাতে হবে যাতে ঘরে মশা প্রবেশ করতে না পারে। ● বর্ষাকালে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, তাই এ সময় অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ● কেউ জ্বরে আক্রান্ত হলে নিকটস্থ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র অথবা মাতৃসদন থেকে বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।
১১.	কার্যক্রমের ধাপ সমূহ	শিক্ষার্থীরা পূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ক. পোস্টার/প্ল্যাকার্ড তৈরি এবং প্রদর্শন এর মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি; খ. নির্বাচিত স্থান অনুযায়ী পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ; গ. নিজের বাড়ি-ঘর ডেঙ্গু ঝুঁকিমুক্ত রাখা; ঘ. নিজের বিদ্যালয়, শ্রেণিকক্ষ ডেঙ্গু ঝুঁকিমুক্ত রাখা; ঙ. ফলোআপ; চ. প্রতিবেদন লেখা।
১২.	স্থান নির্বাচন	শিক্ষার্থীরা যে সকল স্থানে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করবে, তা নিম্নরূপ - ক. স্কুল ভবনের অভ্যন্তরে; খ. স্কুল বাউন্ডারির অভ্যন্তরে; গ. বাসা/ ঘরের অভ্যন্তরে; ঘ. বাড়ির বাউন্ডারির অভ্যন্তরে।
১৩.	পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের সময়	ক. প্রতি সপ্তাহে রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে শিক্ষার্থীরা শেষ পিরিয়ডের শেষ ১৫ মিনিট পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। শেষ ক্লাশে উপস্থিত শিক্ষকের নেতৃত্বে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। খ. প্রতি সপ্তাহে শনি, সোম ও বুধবারে শিক্ষার্থীরা নিজ বাড়িতে / বাড়ির প্রাঙ্গনে সুবিধাজনক সময়ে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পরিবারের অভিভাবকের নেতৃত্বে কিংবা অন্যান্য সদস্যদের সহায়তা নিয়ে এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১৪.	মূল্যায়ন নির্দেশনা	৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে এই প্রকল্পভিত্তিক কাজটি মূল্যায়ন করা হবে। ৬ষ্ঠ শ্রেণির ৪র্থ অধ্যায়ের (বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব) শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে কাজটি মূল্যায়ন করতে হবে। ৭ম শ্রেণির ৫ম অধ্যায়ের (সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধ) শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে কাজটি মূল্যায়ন করতে হবে। এছাড়াও ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির আচরণিক সূচক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে সকল শিক্ষকই শিক্ষার্থীদের প্রকল্পভিত্তিক এই কাজের মূল্যায়ন করবেন।
		৮ম থেকে ১০ম শ্রেণি	ক. ৮ম থেকে ১০ শ্রেণিতে এই কার্যক্রমটি শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। খ. শিক্ষক নিচে বর্ণিত মূল্যায়ন ছক-১ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থীর প্রকল্প ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ বর্ণনা, চিত্র, ছবি ইত্যাদি পর্যালোচনা করবেন। গ. অভিভাবকগণ বর্ণিত মূল্যায়ন ছক-২ এর নির্দিষ্ট ঘরে টিক চিহ্ন দিবেন। শিক্ষার্থী তার অভিভাবক কর্তৃক পূরণকৃত মূল্যায়ন ছক-২ শিক্ষকের নিকট প্রদান করবেন। শিক্ষক মূল্যায়নের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিভাবক কর্তৃক পূরণকৃত মূল্যায়ন ছকে নম্বর প্রদান করবেন এবং তা চূড়ান্ত গ্রেডশীটে স্থানান্তর করবেন। ঘ. দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের একক ও দলগত পারদর্শিতার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। ঙ. শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নকালে শিক্ষার্থী তার নিজ পরিবারে কতটুকু সচেতনতা সৃষ্টি করতে পেরেছে, সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখবেন। চ. শিক্ষক নিচে বর্ণিত চূড়ান্ত গ্রেড শিটে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের ৫০% ধারাবাহিক মূল্যায়নে যোগ করবেন।

মূল্যায়ন ছক-১ (শিক্ষক কর্তৃক পূরণীয়) : (পূর্ণ নম্বর = ১৫)

ক্রম	পারদর্শিতার সূচক/নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা/নম্বর		
		৩ (উত্তম)	২ (ভাল)	১ (মোটামুটি)
ক.	তথ্য সংগ্রহ			
খ.	বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন			
গ.	প্রতিবেদন প্রণয়ন			
ঘ.	প্রকল্পে সম্পৃক্ততা			
ঙ.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণ			

মূল্যায়ন ছক-২ (অভিভাবক কর্তৃক পূরণীয়): (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন)

(বিবৃতির সাথে একমত প্রকাশ করলে নম্বর ১ এবং একমত না হলে নম্বর ০ পাবে, পূর্ণ নম্বর=৫)

ক্রম	বিবৃতি	একমত	একমত নই
ক.	আপনি কি মনে করেন এ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আপনার সন্তান ডেঙ্গু রোগ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেছে?		
খ.	এ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে কি আপনার সন্তান পরিবারের কোনো সদস্যের কাছে থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেছে?		
গ.	সে কি আপনার পরিবারের ছোট বড় সকলকে এ কার্যক্রমে যুক্ত করেছিল?		
ঘ.	আপনি কি মনে করেন এর মধ্য দিয়ে আপনার সন্তানের সামাজিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে?		
ঙ.	এর মাধ্যমে আপনার সন্তান কি ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করেছে?		
		মোট নম্বর=	

চূড়ান্ত গ্রেড শিট (পূর্ণ নম্বর=২০)

১ নং ছক						২ নং ছক	প্রাপ্ত মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বরের ৫০%
নির্দেশক	ক	খ	গ	ঘ	ঙ			
নম্বর								

বি. দ্র.: এই কার্যক্রমের বিষয়ে যেকোনো তথ্যের জন্য জনাব ফজিলাতুন্নেসা (সংযুক্ত কর্মকর্তা, বিশেষ শিক্ষা শাখা, মাউশি অধিদপ্তর, ঢাকা) মোবাইল নম্বর ০১৭৩৭-৪২১৯০১ এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল
ddsecbarisal@yahoo.com

স্মারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০. ৯৯.২৩. ৭৯৭ তারিখ ঃ ২৩/০৮/২০২৩ খ্রি.

অনুলিপি প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে) ঃ

১। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) বরিশাল অঞ্চল,বরিশাল (সংযুক্ত পত্রের মর্মানুয়ায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।

২। প্রধান শিক্ষক, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সকল) বরিশাল অঞ্চল,বরিশাল (সংযুক্ত পত্রের মর্মানুয়ায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।

৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল) বরিশাল অঞ্চল,বরিশাল (সংযুক্ত পত্রের মর্মানুয়ায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।

সদয় অবগতরি জন্য অনুলিপি ঃ

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা ।
২। উপপরিচালক (বিশেষ শিক্ষা) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা ।
৩। সংরক্ষণ নথি

(মোঃ আনোয়ার হোসেন)
উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল